www.priofaridpur.com

মৌলভী তমিজ উদ্দীন খান

১৮৯০ সাল

ফরিদপুর সদর উপজেলার খানখানাপুর

১৮৯০ সালে ফরিদপুর জেলার খানখানাপুরে মওলবী তমিজউদ্দীন খান জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে যথাক্রমে ১৯১১ ও ১৯১৭ সালে বি,এ, অর্নাস ও এম, এ, পাশ করেন। উক্ত ১৯১৭ সালেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ থেকে আইন পাস করেন এবং ফরিদপুরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২০ সালে তিনি অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনে শরিক হন এবং আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। এই সম্বন্ধে তিনি কলকাতা ন্যাশনাল কলেজে ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপনা করেন। তিনি ফরিদপুর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক এবং ফরিদপুর খেলাফত কমিটির সহ- সভাপতির পদ লাভ করেন। ১৯২১ সালে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দু'বছর কারাবরণ করেন। ১৯২৬ সালে এবং ১৯২৭ সালে দু'বার বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি নিখিল বাংলার কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৪২ সালে তিনি শিক্ষা মন্ত্রীর পদে মনোনীত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেনে এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ এ্যাসেমবেলির সদস্য এবং ইন্ডিয়ান কনসটিটিউয়েন্ট এ্যাসেমবেলির সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কনসটিটিউয়েন্ট প্রেসিডেন্ট নিবাচিত হন কায়েদে আজম মু, আলী জিন্নাহ এবং তিনি ডেপুটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে ১৯৪৮ সালে কনসটিটিউয়েন্ট এ্যাসেমবেলির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে ১১ই জুনের নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তিনি জাতীয় পরিষদের প্রথম স্পীকার নির্বাচিত হন। তিনি ধমীয় প্রতিষ্ঠান 'জামিয়াতুল ফালা' গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ছিল করাচিতে। রাজনীতিবিদ হয়েও সাহিত্যের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেন। বিভাগ পূর্বকালে তিনি নিজেই দুখানা বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা পয়গম এবং মদিনা সম্পাদনা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইংরেজীতে 'স্মৃতি কথা' জাতীয় একটি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তিনি ১৯৬৩ সালের ১৯ আগষ্ট ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন। [লেখক-আ.ন.ম আবদুস সোবহান, গ্রন্থ-ফরিদপুরের কবি সাহিত্যিক]